গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
উপকরণ-২ শাখা
www.moa.gov.bd

নং-১২.০০.০০০০.০২৬.৩৮.০০৮.২১.৩৪৩

তারিখ : ২০ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ / ০৫ ডিসেম্বর ২০২৪

প্রাপকঃ চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার
কৃষি মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

**বিষয়: ২০২৪-২৫ অর্থবছরে কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা খাত হতে আনারসের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য দেশি জাতের আনারসের চারা প্রণোদনা কর্মসূচি বাবদ অর্থ ছাড়করণ ও জি.ও জারি।**

সূত্র: কৃষি মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ১২.০০.০০০০.০২৬.৩৮.০০৮.২১.৩৪২, তারিখ ০৫/১২/২০২৪ খ্রি.।

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের প্রেক্ষিতে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয়ের বাজেটের '১২০০০৬৫০৫- কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা' খাতে বরাদ্দকৃত ৬১৩৮৫.০০ লক্ষ (ছয়শত তেরো কোটি পঁচাশি লক্ষ) টাকার মধ্যে ৬ষ্ঠ পুনঃউপযোজনপূর্বক '৩২৫১১০৯- বীজ ও চারা' উপখাতে বরাদ্দকৃত ৩৫২০৮.০১৮ লক্ষ (তিনশত বায়ান্ন কোটি আট লক্ষ এক হাজার আটশত) টাকা হতে ১৭৫.৫০ লক্ষ (এক কোটি পঁচাত্তর লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা ও '৩৬৩১১৯৯- অন্যান্য অনুদান' উপখাতে বরাদ্দকৃত ৯১৭৬.৯৮২ লক্ষ (একানব্বই কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ আটানব্বই হাজার দুইশত) টাকা হতে ২৬.৩২৫ লক্ষ (ছাব্বিশ লক্ষ বত্রিশ হাজার পাঁচশত) টাকাসহ সর্বমোট ২০১.৮২৫ লক্ষ (দুই কোটি এক লক্ষ বিরাশি হাজার পাঁচশত) টাকা দেশি জাতের আনারসের চারা ব্যবহারের মাধ্যমে আনারসের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে আনারস চারা বিতরণের জন্য নিম্নে বর্ণিত ০২ নং অনুচ্ছেদে কৃষক প্রতি উপকরণ সহায়তার বিবরণ, ০৩ নং অনুচ্ছেদে জেলাওয়ারী প্রণোদনা কর্মসূচির বিবরণ, ০৪ নং অনুচ্ছেদে সংযুক্ত 'বাস্তবায়ন পদ্ধতি' এবং ০৫ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত শর্তাবলী ও প্রচলিত যাবতীয় আর্থিক বিধি-বিধানের আলোকে ব্যয় করার জন্য সংশ্লিষ্ট ০৮টি জেলার মধ্যে ০৫ জেলার (টাঙ্গাইল, চট্টগ্রাম, সিলেট, মৌলভীবাজার, ময়মনসিংহ) জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি এবং ০৩ পার্বত্য জেলার (রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি) জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি এর অনুকূলে ছাড় ও অগ্রিম উত্তোলনের সরকারি মঞ্জুরি নির্দেশক্রমে জ্ঞাপন করা হল:

০২। এ প্রণোদনা কর্মসূচির কৃষক প্রতি উপকরণ সহায়তার বিবরণ:

| ক্রমিক নং | উপকরণ/ খাত | দেশি জাতের আনারস ( ০.৫বিঘা জমি রোপনের জন্য) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ০.৫ বিঘার জন্য উপকরণ সহায়তা (টি) | একক মূল্য (টাকা) | কৃষক প্রতি ব্যয় (টাকা) |
| ১ | চারা | ২২৫০ | ১০.০০ | ২২৫০০.০০ |
| ২ | পরিবহন ব্যয় (প্রতিটি চারার জন্য) | ২২৫০ | ১.০০ | ২২৫০.০০ |
| ৩ | আনুষঙ্গিক ও অপ্রত্যাশিত | ২২৫০ | ০.৫০ | ১১২৫.০০ |
| | **মোট** | | | **২৫৮৭৫.০০** |

০৩। এ প্রণোদনা কর্মসূচির জেলাভিত্তিক উপকারভোগী কৃষক ও অর্থ বিভাজন (এক নজরে প্রণোদনা কর্মসূচি):

লক্ষ টাকা

| ক্র: নং | জেলার নাম | উপকারভোগী কৃষকের সংখ্যা | চারা পরিমাণ (সংখ্যা) | উপকরণের ব্যয় | | | | মোট বরাদ্দ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | '৩২৫১১০৯-বীজ ও চারা' | '৩৬৩১১৯৯-অন্যান্য অনুদান' | | | |
| | | | | চারার মূল্য | পরিবহন ব্যয় | আনুষঙ্গিক ও অপ্রত্যাশিত ব্যয় | মোট অন্যান্য অনুদান | |
| ১ | টাঙ্গাইল | ২১০ | ৪৭২৫০০ | ৪৭.২৫ | ৪.৭২৫ | ২.৩৬২৫০ | ৭.০৮৭৫০ | ৫৪.৩৩৭৫০ |
| ২ | চট্টগ্রাম | ২০ | ৪৫০০০ | ৪.৫০ | ০.৪৫ | ০.২২৫ | ০.৬৭৫ | ৫.১৭৫ |
| ৩ | সিলেট | ১০০ | ২২৫০০০ | ২২.৫০ | ২.২৫ | ১.১২৫ | ৩.৩৭৫ | ২৫.৮৭৫ |
| ৪ | মৌলভীবাজার | ১০০ | ২২৫০০০ | ২২.৫০ | ২.২৫ | ১.১২৫ | ৩.৩৭৫ | ২৫.৮৭৫ |
| ৫ | রাঙ্গামাটি | ৫০ | ১১২৫০০ | ১১.২৫ | ১.১২৫ | ০.৫৬২৫০ | ১.৬৮৭৫০ | ১২.৯৩৭৫০ |

| ক্র: নং | জেলার নাম | উপকারভোগী কৃষকের সংখ্যা | চারা পরিমাণ (সংখ্যা) | উপকরণের ব্যয় | | | | মোট বরাদ্দ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | '৩২৫১১০৯-বীজ ও চারা' | '৩৬৩১১৯৯-অন্যান্য অনুদান' | | | |
| | | | | চারার মূল্য | পরিবহন ব্যয় | আনুষঙ্গিক ও অপ্রত্যাশিত ব্যয় | মোট অন্যান্য অনুদান | |
| ৬ | বান্দরবান | ৮০ | ১৮০০০০ | ১৮.০০ | ১.৮০ | ০.৯০ | ২.৭০ | ২০.৭০ |
| ৭ | খাগড়াছড়ি | ২০০ | ৪৫০০০০ | ৪৫.০০ | ৪.৫০ | ২.২৫ | ৬.৭৫ | ৫১.৭৫ |
| ৮ | ময়মনসিংহ | ২০ | ৪৫০০০ | ৪.৫০ | ০.৪৫ | ০.২২৫ | ০.৬৭৫ | ৫.১৭৫ |
| মোট | | ৭৮০ | ১৭,৫৫,০০০ | ১৭৫.৫০ | ১৭.৫৫ | ৮.৭৭৫ | ২৬.৩২৫ | ২০১.৮২৫ |

* একজন কৃষক অর্ধ বিঘা জমির জন্য দেশি জাতের ২২৫০ টি আনারসের চারা পাবেন।

** দেশি জাতের প্রতিটি আনারসের চারার মূল্য ১০.০০ টাকা ধরা হয়েছে।

০৪। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে কৃষকের মাঝে দেশি জাতের আনারসের চারা ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য চারা সহায়তা প্রদানের জন্য কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির 'বাস্তবায়ন পদ্ধতি'ও 'কৃষক তথ্য ছক' নির্দেশক্রমে এতৎসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।

০৫। কর্মসূচির বাস্তবায়ন এবং এ সংক্রান্ত অর্থ ব্যয়ের শর্তাবলী:

১. ছাড়কৃত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে **PPA' ২০০৬** ও **PPR' ২০০৮** অনুসরণপূর্বক প্রচলিত যাবতীয় আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে। কোন অবস্থায়ই কর্মসূচির বরাদ্দকৃত অর্থের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা যাবে না। জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক বরাদ্দকৃত সকল অর্থ উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর অনুকূলে ছাড় করতে হবে। ছাড়কৃত অর্থ ব্যয়সহ এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে ভবিষ্যতে কোন অনিয়ম হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবেন;

২. কর্মসূচি প্রাপ্তির পর যথাসম্ভব দ্রুত জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী উপজেলাওয়ারী কৃষক সংখ্যা বিভাজন করবেন। উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি সভা করবে এবং সংশ্লিষ্ট উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক নির্বাচন করে অগ্রাধিকারভিত্তিতে খসড়া তালিকা প্রস্তুত করবেন। জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির তত্ত্বাবধানে উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি উক্ত খসড়া তালিকা (প্রয়োজনে সংযোজন ও বিয়োজন করে) অনুমোদন ও উপকরণ বিতরণসহ অন্যান্য কার্যক্রম বরাদ্দকৃত অর্থ হতে সরকারি আদেশে বর্ণিত পদ্ধতি ও শর্তাবলী অনুযায়ী বাস্তবায়ন করবেন। উপজেলা ও জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক কৃষক তালিকা চূড়ান্ত করার পর 'কৃষক তথ্য ছক' পূরণ করে এর সফটকপি উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কর্তৃক উপকরণ বিতরণ কার্যক্রম শুরুর পূর্বে পরিচালক, সরেজমিন উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে (E-mail- admonitoring@dae.gov.bd/ ddmonitoring@yahoo.com) প্রেরণ করবেন। পরবর্তীতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক সমন্বিত প্রতিবেদন সরকারি ই-মেইল আইডি যোগে কৃষি মন্ত্রণালয়ে (E-mail- input2@moa.gov.bd/ moa.input2@gmail.com) আবশ্যিকভাবে প্রেরণ করতে হবে;

৩. কর্মসূচির সকল উপকরণ উপজেলা সদর থেকে বিতরণ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট ব্লকের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা এ কর্মসূচির জন্য মনোনীত (অনুমোদিত অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত) প্রত্যেক কৃষকের ছবিযুক্ত কৃষি কার্ডের উপকরণ সহায়তা অংশে যথাযথভাবে উপকরণের পরিমাণ লিপিবদ্ধ করে যথারীতি মাস্টাররোল সংরক্ষণপূর্বক উপকরণ বিতরণ করবেন। কৃষি উপকরণ কার্ড না থাকলে মাস্টাররোলে অবশ্যই উপকরণ গ্রহণকারী কৃষকের জাতীয় পরিচয় পত্র ও মোবাইল নম্বর যুক্ত করতে হবে। মাস্টাররোলে উপকরণ গ্রহণকারী কৃষক স্বাক্ষর/টিপসহি প্রদান করবেন। উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা এতে স্বাক্ষর করবেন এবং উপজেলা কৃষি অফিসার এতে প্রতিস্বাক্ষর করবেন। বিতরণকৃত উপকরণ বা অর্থ কৃষক নিজে গ্রহণ করবেন, কোন অবস্থাতেই প্রকৃত তালিকাভুক্ত কৃষক ছাড়া অন্য কাউকে প্রদান করা যাবে না। কর্মসূচির আওতাভুক্ত জেলাসমূহে আনারস চাষের উপযোগী জমি ও উপযুক্ত আগ্রহী কৃষক নির্বাচন করতে হবে যাদের পাশাপাশি আবাদি জমি থাকবে এবং যারা দলবদ্ধভাবে কাজ করবে;

৪. অনুমোদিত অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত কৃষককে ০.৫ (অর্ধ) বিঘা জমিতে আনারস চাষের জন্য প্রণোদনা সহায়তা প্রদান করা যাবে। তালিকাভুক্ত প্রত্যেক কৃষক ২২৫০টি করে দেশি জাতের আনারসের চারা পাবেন। বিএডিসি হতে গুণগতমানসম্পন্ন আনারস-চারা সংগ্রহ করতে হবে। কোন কারণে বিএডিসি আনারস চারা সরবরাহে ব্যর্থ হলে পরিচালক, সরেজমিন উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা মহোদয়ের সাথে পরামর্শক্রমে জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি/উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি উপযুক্ত উৎস থেকে সংগ্রহ করতে পারবে;

৫. জেলা হতে উপজেলার দূরত্ব ও বাস্তবতার নিরিখে পরিবহন ব্যয় জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি উপজেলাওয়ারী বিভাজন ও বরাদ্দ প্রদান করবেন;

৬. উপজেলা কৃষি অফিসার ও সদস্য সচিব, উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি প্রণোদনা জন্য প্রদত্ত উপকরণ বিতরণের নিমিত্ত ব্লক/ইউনিয়ন ভিত্তিক বিতরণ রেজিস্টার, সংশ্লিষ্ট কৃষকের তালিকাসহ যাবতীয় হিসাবাদি ও কাগজপত্র সংরক্ষণ করবেন এবং উপকরণ বিতরণের তালিকার ০১ (এক) কপি সংশ্লিষ্ট উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর নিকট প্রেরণ করবেন। উপপরিচালক সংশ্লিষ্ট জেলার উপজেলা থেকে প্রাপ্ত উপকরণ বিতরণের তালিকা ০১ (এক) কপি সংরক্ষণ করবেন এবং ০১ কপি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নিকট প্রেরণ করবেন এবং এর ০১ (এক) কপি ০৮টি জেলার মধ্যে ০৫ জেলার (টাঙ্গাইল, চট্টগ্রাম, সিলেট, মৌলভীবাজার, ময়মনসিংহ) জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি এবং ০৩ পার্বত্য জেলার (রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি)

জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির নিকট প্রেরণ করবেন। এছাড়া, উপকারভোগী কৃষকের তালিকা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে;

৭. এ কর্মসূচির আওতায় ফসল কর্তন শেষ হওয়ার ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে চূড়ান্ত প্রতিবেদন **ই-মেইলযোগে** admonitoring@dae.gov.bd/ddimplement@dae.gov.bd এ প্রেরণ করতে হবে। পরিচালক, সরেজমিন উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর উক্ত তথ্য কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন;

৮. কর্মসূচির প্রকৃত সুফল প্রাপ্তির জন্য যথাসম্ভব দ্রুত এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন সমাপ্ত করতে হবে, কোনোভাবেই বিলম্ব গ্রহণযোগ্য হবে না। প্রণোদনা কার্যক্রম শেষ হওয়ার পরে যথাসম্ভব দ্রুততার সাথে এ অর্থ ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণী ও সমন্বয় বিবরণী (অব্যয়িত অর্থ জমা দেয়ার চালানের ছায়ালিপিসহ) অর্থ বিভাগে প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার উপপরিচালক ও সদস্য সচিব, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক **ই-মেইলের যোগে** (admonitoring@dae.gov.bd /ddmonitoring@yahoo.com) তে প্রেরণ করতে হবে। পরিচালক, সরেজমিন উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর উক্ত তথ্য কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন। উক্ত সমন্বয় বিবরণীর ০১ (এক) কপি ০৮টি জেলার মধ্যে ০৫ জেলার (টাঙ্গাইল, চট্টগ্রাম, সিলেট, মৌলভীবাজার, ময়মনসিংহ) জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি এবং ০৩ পার্বত্য জেলার (রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি) জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির নিকটও প্রেরণ করতে হবে। **অগ্রিম উত্তোলিত অর্থ ৩০ জুন ২০২৫ তারিখের মধ্যে অবশ্যই সমন্বয় করতে হবে;**

৯. **চারা ও অন্যান্য ব্যয় বাবদ অর্থ বিতরণের সমগ্র প্রক্রিয়া যথাযথভাবে পরিবীক্ষণ করতে হবে; এবং**

১০. **এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে চলমান অন্যান্য পুনর্বাসন/ প্রণোদনা কার্যক্রমের সাথে দ্বৈততা যেন না হয়, সে বিষয়টি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর নিশ্চিত করবে।**

আপনার বিশ্বস্ত

স্বাঃ/

নাইমা আফরোজ ইমা
সিনিয়র সহকারী সচিব

নং-১২.০০.০০০০.০২৬.৩৮.০০৮.২১.৩৪৩

তারিখ : ২০ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ / ০৫ ডিসেম্বর ২০২৪

এ আদেশের ০৪ (চার) কপি এতদ্সঙ্গে প্রেরণ করা হলো। আদেশের এক কপি পৃষ্ঠাঙ্কনপূর্বক চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, কৃষি মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা বরাবর প্রেরণ করার জন্য অর্থ বিভাগকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

স্বাঃ/

নাইমা আফরোজ ইমা
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন নং ০২৫৫১০০৯৬৪
E-mail-input2@moa.gov.bd/
moa.input2@gmail.com

নং-০৭.০০.০০০০.১২০.১৬.১৩০.২৪.

তারিখ :

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এ আদেশের অনুলিপি চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, কৃষি মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা এর নিকট প্রেরিত হলো। এতে অর্থ বিভাগের সম্মতি রয়েছে।

(মুহাম্মদ আনিসুর রহমান)
বাজেট-২০ শাখা
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

নং-১২.০০.০০০০.০২৬.৩৮.০০৮.২১.৩৪৩

তারিখ : ২০ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ / ০৫ ডিসেম্বর ২০২৪

অনুলিপি : জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতা ক্রমানুসারে নয়)

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, ঢাকা।
২. সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ৪৯-৫১, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।
৫. মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা। **(বাস্তবায়ন পদ্ধতি এবং উল্লিখিত শর্তাবলীর আলোকে কার্যক্রম সমাপ্ত হওয়ার পর যথাসময়ে সমন্বয় বিবরণী প্রেরণ নিশ্চিত করণের অনুরোধসহ)**

৬. অতিরিক্ত সচিব, (সার ব্যবস্থাপনা ও উপকরণ/ সম্প্রসারণ/প্রশাসন) অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. মহাপরিচালক (বীজ), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮. মাননীয় উপদেষ্টার একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯. চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ (রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি) ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি।
১০. জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি (সংশ্লিষ্ট ৫ জেলা: টাঙ্গাইল/চট্টগ্রাম/সিলেট/মৌলভীবাজার/ময়মনসিংহ)।
১১. মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য জেলা পরিষদ (রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি)।
১২. উপসচিব, প্রশাসন-৪ (বাজেট) অধিশাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা **(আইবাস $^{++}$ এ এন্ট্রি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য)।**
১৩. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪. সিনিয়র তথ্য অফিসার, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫. উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও সদস্য-সচিব, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি (সংশ্লিষ্ট জেলা)।
১৬. জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট জেলা) **(জি.ও এর বাস্তবায়ন পদ্ধতি/শর্ত মোতাবেক যথাসময়ে ব্যয়ের সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুতের সহযোগিতা প্রদানের অনুরোধসহ)**
১৭. উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সভাপতি, উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি (সংশ্লিষ্ট উপজেলা)।
১৮. উপজেলা কৃষি অফিসার ও সদস্য-সচিব, উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি (সংশ্লিষ্ট উপজেলা) **(জি.ওর বাস্তবায়ন পদ্ধতি/শর্ত মোতাবেক এ প্রণোদনা কার্যক্রম সমাপ্ত হওয়ার পর যথাসময়ে খরচ সমন্বয় করে মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে প্রেরণের অনুরোধসহ)।**
১৯. সহকারী প্রোগ্রামার, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা **(ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।**
২০. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

০৫/১২/২৪

নাইমা আফরোজ ইমা
সিনিয়র সহকারী সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
উপকরণ-২ শাখা
www.moa.gov.bd

# ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে দেশি জাতের আনারসের চারা ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য চারা সহায়তা প্রদানের জন্য কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির বাস্তবায়ন পদ্ধতি

**প্রণোদনার উদ্দেশ্যঃ**

১. উন্নত পদ্ধতিতে আনারস আবাদে কৃষকদের উৎসাহিতকরণ, আবাদের এলাকা সম্প্রসারণ ও উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ;
২. উন্নত পদ্ধতিতে কৃষককে আনারস উৎপাদনে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার সম্পর্কে দক্ষ করে তোলা; এবং
৩. উন্নত পদ্ধতিতে আনারস আবাদ বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধি করা।

**প্রণোদনা কার্যক্রমের যৌক্তিকতাঃ**

ভিটামিন সি, ভিটামিন এ, ভিটামিন কে, ফসফরাস, জিঙ্ক ও ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ আনারস দুরারোগ্য হৃদপিন্ডের রোগ, ডায়াবেটিকস, কিছু কিছু ক্যানসারের ক্ষতির মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। আনারস হজমে সহায়তা করে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, রক্ত তরল করার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। দেশের পার্বত্য অঞ্চল এবং টাংগাইল জেলার মধুপুরে আনারসের ব্যাপক আবাদ হয়ে থাকে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে দেশে ২১৪৮০ হে. জমিতে ৫৮০২৯৯ মে.টন আনারস উৎপাদন হয়েছে যা দেশের চাহিদা মিটিয়ে ৭৪.১৪ মে. টন আনারস যুক্তরাজ্য, ইতালী, ফ্রান্স, জার্মানি, সুইডেন ও আয়ারল্যান্ড এ রপ্তানি করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কৃষকদের পাশে থেকে পুষ্টিগুণে ভরপুর ও স্বাদে মিষ্টি দেশি জাত আনারস ফসলের সম্প্রসারণ ও আবাদ বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে মনে করে। টেকসই কৃষিকে বেগবান করতে জিআই পণ্য আনারস প্রণোদনা প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে আনারস চাষ ও উৎপাদনে কাঙ্খিত পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে মর্মে আশা করা যায়। এ প্রস্তাবের মাধ্যমে উপকারভোগী কৃষককে আনারসের চারা সহায়তা প্রদান করে আনারস ফসলের সম্প্রসারণ ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ করা হবে। আনারস ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আনারসের চারা সহায়তা প্রদান করার জন্য এ কর্মসূচির প্রস্তাব করা হয়েছে।

**প্রত্যাশিত সুফলঃ**

প্রস্তাবিত এ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হলে ৩৯০ বিঘা (৫২.০০ হেক্টর) জমিতে ১৭৫৫০০০ টি আনারস চারা চাষ করা সম্ভব হবে। ১০% চারার মৃত্যুহার ধরে এর থেকে প্রায় ১৫৭৯৫০০ টি রপ্তানিযোগ্য আনারস উৎপাদিত হবে। প্রতিটি আনারসের মূল্য ৫০.০০ হিসেবে মোট আনারসের মূল্য ৭,৮৯,৭৫,০০০ টাকা এবং প্রতিটি আনারস থেকে প্রাপ্ত ২টি করে সাকার (মোট ৩১৫৯০০০ টি) এর মূল্য ২৭,১৬,৭৪,০০০ টাকা পাওয়া যাবে। অর্থাৎ মোট প্রাপ্ত মূল্য ৩৫,০৬,৪৯,০০০ টাকা। কর্মসূচিভুক্ত ৩৯০ বিঘা জমিতে (৫২.০০হেক্টর) মোট উৎপাদন খরচ ২০১.৮২৫০০ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ ১ টাকা খরচ করে আয় হবে ২.০০ টাকা।

## বাস্তবায়ন পদ্ধতি

১. ছাড়কৃত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে **PPA' ২০০৬ ও PPR' ২০০৮** অনুসরণপূর্বক প্রচলিত যাবতীয় আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে। কোন অবস্থায়ই কর্মসূচির বরাদ্দকৃত অর্থের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা যাবে না। জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক বরাদ্দকৃত সকল অর্থ উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর অনুকূলে ছাড় করতে হবে। ছাড়কৃত অর্থ ব্যয়সহ এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে ভবিষ্যতে কোন অনিয়ম হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবেন;

২. কর্মসূচি প্রাপ্তির পর যথাসম্ভব দ্রুত জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী উপজেলাওয়ারী কৃষক সংখ্যা বিভাজন করবেন। উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি সভা করবে এবং সংশ্লিষ্ট উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক নির্বাচন করে অগ্রাধিকারভিত্তিতে খসড়া তালিকা প্রস্তুত করবেন। জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির তত্ত্বাবধানে উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি উক্ত খসড়া তালিকা (প্রয়োজনে সংযোজন ও বিয়োজন করে) অনুমোদন ও উপকরণ বিতরণসহ অন্যান্য কার্যক্রম বরাদ্দকৃত অর্থ হতে সরকারি আদেশে বর্ণিত পদ্ধতি ও শর্তাবলী অনুযায়ী বাস্তবায়ন করবেন। উপজেলা ও জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক কৃষক তালিকা চূড়ান্ত করার পর 'কৃষক তথ্য ছক' পূরণ করে এর সফটকপি উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কর্তৃক উপকরণ বিতরণ কার্যক্রম শুরুর পূর্বে পরিচালক, সরেজমিন উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে (E-mail- admonitoring@dae.gov.bd/ ddmonitoring@yahoo.com) প্রেরণ করবেন। পরবর্তীতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক সমন্বিত প্রতিবেদন সরকারি ই-মেইল আইডি যোগে কৃষি মন্ত্রণালয়ে (E-mail- input2@moa.gov.bd/ moa.input2@gmail.com) আবশ্যিকভাবে প্রেরণ করতে হবে;

৩. কর্মসূচির সকল উপকরণ উপজেলা সদর থেকে বিতরণ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট ব্লকের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা এ কর্মসূচির জন্য মনোনীত (অনুমোদিত অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত) প্রত্যেক কৃষকের ছবিযুক্ত কৃষি কার্ডের উপকরণ সহায়তা অংশে যথাযথভাবে উপকরণের পরিমাণ লিপিবদ্ধ করে যথারীতি মাস্টাররোল সংরক্ষণপূর্বক উপকরণ বিতরণ করবেন। কৃষি উপকরণ কার্ড না থাকলে মাস্টাররোলে অবশ্যই উপকরণ গ্রহণকারী কৃষকের জাতীয় পরিচয় পত্র ও মোবাইল নম্বর যুক্ত করতে হবে। মাস্টাররোলে উপকরণ গ্রহণকারী কৃষক স্বাক্ষর/টিপসহি প্রদান করবেন। উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা এতে স্বাক্ষর করবেন এবং উপজেলা কৃষি অফিসার এতে প্রতিস্বাক্ষর করবেন। বিতরণকৃত উপকরণ বা অর্থ কৃষক নিজে গ্রহণ করবেন, কোন অবস্থাতেই প্রকৃত তালিকাভুক্ত কৃষক ছাড়া অন্য কাউকে প্রদান করা যাবে না। কর্মসূচির আওতাভুক্ত জেলাসমূহে আনারস চাষের উপযোগী জমি ও উপযুক্ত আগ্রহী কৃষক নির্বাচন করতে হবে যাদের পাশাপাশি আবাদি জমি থাকবে এবং যারা দলবদ্ধভাবে কাজ করবে;

৪. অনুমোদিত অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত কৃষককে ০.৫ (অর্ধ) বিঘা জমিতে আনারস চাষের জন্য প্রণোদনা সহায়তা প্রদান করা যাবে। তালিকাভুক্ত প্রত্যেক কৃষক ২২৫০টি করে দেশি জাতের আনারসের চারা পাবেন। বিএডিসি হতে গুণগতমানসম্পন্ন আনারস-চারা সংগ্রহ করতে হবে। কোন কারণে বিএডিসি আনারস চারা সরবরাহে ব্যর্থ হলে পরিচালক, সরেজমিন উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা মহোদয়ের সাথে পরামর্শক্রমে জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি/উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি উপযুক্ত উৎস থেকে সংগ্রহ করতে পারবে;

৫. জেলা হতে উপজেলার দূরত্ব ও বাস্তবতার নিরিখে পরিবহন ব্যয় জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি উপজেলাওয়ারী বিভাজন ও বরাদ্দ প্রদান করবেন;

৬. উপজেলা কৃষি অফিসার ও সদস্য সচিব, উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি প্রণোদনা জন্য প্রদত্ত উপকরণ বিতরণের নিমিত্ত ব্লক/ইউনিয়ন ভিত্তিক বিতরণ রেজিস্টার, সংশ্লিষ্ট কৃষকের তালিকাসহ যাবতীয় হিসাবাদি ও কাগজপত্র সংরক্ষণ করবেন এবং উপকরণ বিতরণের তালিকার ০১ (এক) কপি সংশ্লিষ্ট উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর নিকট প্রেরণ করবেন। উপপরিচালক সংশ্লিষ্ট জেলার উপজেলা থেকে প্রাপ্ত উপকরণ বিতরণের তালিকা ০১ (এক) কপি সংরক্ষণ করবেন এবং ০১ কপি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নিকট প্রেরণ করবেন এবং এর ০১ (এক) কপি ০৮টি জেলার মধ্যে ০৫ জেলার (টাঙ্গাইল, চট্টগ্রাম, সিলেট, মৌলভীবাজার, ময়মনসিংহ) জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি এবং ০৩ পার্বত্য জেলার (রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি) জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির নিকট প্রেরণ করবেন। এছাড়া, উপকারভোগী কৃষকের তালিকা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে;

৭. এ কর্মসূচির আওতায় ফসল কর্তন শেষ হওয়ার ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে চূড়ান্ত প্রতিবেদন **ই-মেইলযোগে** admonitoring@dae.gov.bd/ddimplement@dae.gov.bd এ প্রেরণ করতে হবে। পরিচালক, সরেজমিন উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর উক্ত তথ্য কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন;

৮. কর্মসূচির প্রকৃত সুফল প্রাপ্তির জন্য যথাসম্ভব দ্রুত এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন সমাপ্ত করতে হবে, কোনোভাবেই বিলম্ব গ্রহণযোগ্য হবে না। প্রণোদনা কার্যক্রম শেষ হওয়ার পরে যথাসম্ভব দ্রুততার সাথে এ অর্থ ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণী ও সমন্বয় বিবরণী (অব্যয়িত অর্থ জমা দেয়ার চালানের ছায়ালিপিসহ) অর্থ বিভাগে প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার উপপরিচালক ও সদস্য সচিব, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক **ই-মেইলের যোগে** (admonitoring@dae.gov.bd /ddmonitoring@yahoo.com) তে প্রেরণ করতে হবে। পরিচালক, সরেজমিন উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর উক্ত তথ্য কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন। উক্ত সমন্বয় বিবরণীর ০১ (এক) কপি ০৮টি জেলার মধ্যে ০৫ জেলার (টাঙ্গাইল, চট্টগ্রাম, সিলেট, মৌলভীবাজার, ময়মনসিংহ) জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি এবং ০৩ পার্বত্য জেলার (রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি) জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির নিকটও প্রেরণ করতে হবে। **অগ্রিম উত্তোলিত অর্থ ৩০ জুন ২০২৫ তারিখের মধ্যে অবশ্যই সমন্বয় করতে হবে;**

৯. **চারা ও অন্যান্য ব্যয় বাবদ অর্থ বিতরণের সমগ্র প্রক্রিয়া যথাযথভাবে পরিবীক্ষণ করতে হবে; এবং**

১০. **এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে চলমান অন্যান্য পুনর্বাসন/ প্রণোদনা কার্যক্রমের সাথে দ্বৈততা যেন না হয়, সে বিষয়টি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর নিশ্চিত করবে।**

আপনার বিশ্বস্ত

০৫/১২/২০২৪

নাইমা আফরোজ ইমা
সিনিয়র সহকারী সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়

**(পুনর্বাসন কার্যক্রম মনিটরিংয়ের জন্য 'কৃষক তথ্য' ছক (সরকারি ই-মেইলের মাধ্যমে E-mail-admonitoring@dae.gov.bd/ ddmonitoring@yahoo.com -এ প্রেরণ করতে হবে সে ক্ষেত্রে কর্মকর্তার স্বাক্ষরের প্রয়োজন নেই)**

জেলা ও উপজেলার নাম:
ইউনিয়ন/ পৌরসভার নাম :
গ্রাম/মহল্লা/ওয়ার্ড নং:

| নং | কৃষকের নাম | পিতা ও মাতার নাম | কৃষকের জাতীয় পরিচয় পত্রের নম্বর | কৃষকের মোবাইল নম্বর | কর্মসূচি সহায়তা বাবদ প্রাপ্ত চারা সহায়তার বিবরণ | ফসল উৎপাদন পর্যন্ত উঠান বৈঠকের সম্ভাব্য সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | চারার পরিমাণ- | |